২৮ জুলাই মহান শিক্ষক কমরেড চারু মজুমদার'র শহীদ দিবসের শোককে শক্তিতে পরিণত করুন

ভারতবর্ষের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের কর্তৃত্ব কমরেড চারু মজুমদার'র প্রতিটি নির্দেশনা শিরোধার্য করুন-

মাও সেতুঙ চিন্তাধারা ও কমরেড চারু মজুমদারের রাজনৈতিক লাইন হিসেবে **নকশালবাড়ির পথ** বিদ্যমান রয়েছে ১৯৬৭ সাল থেকে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ তথা মাওবাদী মতবাদিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট অবস্থায় কমরেড চারু মজুমদার প্রণীত প্রথম সামাজিক বিপ্লবের রাজনৈতিক লাইনের অস্তিত্বের এই সমগ্র পর্বটার ইতিহাস থেকেই কেবল সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মিলবে- কি কারণে দুরূহতম পরিস্থিতিতেও আজবধি তা সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ উচ্ছেদের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের বিকল্পহীন আবশ্যকতার গ্যারান্টি হয়ে টিকে আছে।

কমরেড ও বন্ধুগণ, আমাদের দেশেই শুধু নয় সারা দুনিয়ায় এমন কোন মানুষ কি আছে, (উন্মাদ ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ছাড়া) যারা জানেনা বা বোঝেনা সমাজের একদল সুবিধাভোগী আরেকদল সুবিধা বঞ্চিত, একদল ধনী আরেকদল গরীব, একদল অলস পরশ্রমভোগী আরেকদল শ্রমদানকারী, একদল লুণ্ঠক আরেকদল লুণ্ঠিত, একদল শাসক আরেকদল শাসিত দ্বারা সমাজটা দুর্লঙ্ঘভাবে বিভক্ত? আজ কে না জানে এই বিভক্তির নামই শ্রেণীবিভক্তি, শাসক ও শাসিতের বিভক্তি, ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীনের বিভক্তি ! আর কে না জানে এই বিভক্তির মূলে অর্থনৈতিক বৈষম্য। যিনি উৎপাদন করেন উপাদিত দ্রব্য ভোগ বা বণ্টনে অধিকারহীনতাই দুনিয়ার সকল শোষণ বঞ্চনা বৈষম্য তথা শ্রেণীভেদের মুল কারণ, সমাজের সকল অন্যায্যতার ভিত্তি। ঐতিহাসিক কাল থেকেই এই অন্যায্যতা দূর করবার নানান প্রচেষ্টা সমাজের চিন্তাশীল অগ্রণী মানুষেরা এবং শোষণ বৈষম্যের শিকার শোষিতশ্রেণীর প্রত্যেকে তাদের সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী করে গেছেন। কেউ নতুন চিন্তার আবির্ভাব ঘটিয়েছেন আর শ্রেণীজনতা করেছেন স্বত:স্ফূর্ত লড়াই-বিদ্রোহ। এই সকল ঘটনার মধ্যদিয়ে সমাজ অনেক ইতিবাচক ও নেতিবাচক শিক্ষা লাভ করলেও মূল তথা শ্রেণী শোষণ-শাসনের সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। গত উনিশ শতকে **নিজেদের মধ্যে শ্রেণী থেকে নিজেদের জন্যে শ্রেণী**তে রূপান্তরকারী, -সে অর্থে আধুনিক সর্বহারাশ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা মহামতি কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস সর্বপ্রথম সমস্যার উৎস আবিষ্কার করার মধ্যদিয়ে বিশ্বজনতাকে এর সমাধানের বৈজ্ঞানিক পথ বাতলালেন। ফলে বাতিল হয়ে গেল সমস্ত ধরনের ভাববাদী ও হাতুড়েপনা এবং নৈরাজ্যবাদী ও চরিত্রহীন সুবিধাবাদী আপোষপন্থার জঞ্জাল। কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারে শেষ লাইনে ঘোষিত হলো আধুনিক উৎপাদক শ্রেণী তথা **সর্বহারার শৃঙ্খলছাড়া হারাবার কিছু নেই, জয় করবার জন্য আছে সমগ্র দুনিয়া**। সেই থেকে শুরু। ১৯১৭ সালে মহামতি লেনিন শ্বেতরাষ্ট্র পরিবেষ্টনের মধ্যে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করলেন সর্বহারাশ্রেণীর নিজস্ব লাল রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। ইউরোপে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রযাত্রা রুখতে এবং নিজেদের মীমাংসার অযোগ্য লুণ্ঠন প্রতিযোগিতা ও লুটেরা চরিত্রকে আড়াল করতে সারা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীলরা দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের মধ্যদিয়ে হত্যা করল প্রায় ২০ কোটি মানুষকে। তার প্রতিক্রিয়ায় জেগে উঠলো এশিয়া। ইউরোপ থেকে ভিন্ন এশিয়ার বিশেষ আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় মার্কসবাদ লেনিনবাদের ভিত্তিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বাধিনায়ক চেয়ারম্যান মাও সেতুঙ উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশে শ্রমিকশ্রেণী কিভাবে বিপুল বিশাল কৃষকশ্রেণীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজতন্ত্র লক্ষ্যাভিমূখী স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জয়লাভ করতে হয় সেই বৈজ্ঞানিক পথ আবিষ্কার করলেন ও প্রয়োগ করলেন এবং বিজয় লাভ করলেন। এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় দেখা দিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অভূতপূর্ব জোয়ার। সেই জোয়ারে ডুবে মরার উপক্রম হলো সারা দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলরা। লুটেরা প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শোষকদের ঐতিহাসিক চরিত্রানুযায়ী বাইরে থেকে আক্রমণ করার পাশাপাশি ভিতর থেকে লোক কিনে নিয়ে বা তাদের লোক ঢুকিয়ে দিয়ে দূর্গ দখলের যে ইতিহাস ধিকৃত পথ, সে পথে অগ্রসর হয়ে মহামতি স্তালিনের মৃত্যুর পর ভাঁড় ক্রুশ্চেভদের মাধ্যমে রং বদলে দিলো শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব লাল রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের। চেয়ারম্যান মাও হাতে তুলে নিলেন আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির রক্ত পতাকা। সংঘটিত হলো ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক। সেই বিতর্কে চেয়ারম্যান মাও শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে রক্ষা করলেন, বিকশিত করলেন এবং তৃতীয় বিপ্লব খ্যাত মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সূচনার মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীকে অজেয় করে তুললেন। আর এর প্রভাবে চীনের সীমান্তবর্তী দেশ ভারতবর্ষে ক্রিয়াশীল কমিউনিস্ট নামধারী রং বেরং এর প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ার দালালদের সংশোধনবাদী নয়াসংশোধনবাদী রাজনীতির কবর রচনা করে কমরেড চারু মজুমদার তার ঐতিহাসিক আটটি দলিলের মাধ্যমে সৃষ্টি করলেন ভারতবর্ষের সর্বহারাশ্রেণীর প্রথম সামাজিক বিপ্লব **বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ** খ্যাত মহান নকশালবাড়ী কৃষক অভ্যুত্থান। ভাগ নয়, জমি নয়; রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে উত্থিত হলো মাও চিন্তাধারার বজ্রপাতের স্ফুলিঙ্গ যা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় দাবানল সৃষ্টি করলো আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন সেই মহান ঐতিহাসিক নকশালবাড়ীর পথ। দেশি-বিদেশি সকল প্রতিক্রিয়া যূথবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের সমস্ত ঘৃণা ও শক্তি নিয়ে। কমরেড চারু মজুমদার চেয়ারম্যান মাও এর সুযোগ্য শিষ্য হিসেবে, ভারতবর্ষের সর্বহারাশ্রেণীর যথার্থ সেনানায়ক হিসেবে ঘরে-বাইরে সকল বাধা ভেঙ্গে গুড়িয়ে বিপ্লবের লাল পতাকা হাতে এগিয়ে গিয়ে শহীদ হলেন; শুধু ভারতের নয় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার গণমুক্তির পথ দেখালেন, আলোকিত করলেন এবং ভারতের মত আমাদেরও সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বের কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হলেন।

কমরেডগণ ও বন্ধুগণ, পূর্ববাংলায় মাওবাদ ও চারু মজুমদারের লাইনের প্রধানতম পতাকাবাহী অমর শহীদ কমরেড মোফাখখার চৌধুরী বলেছেন "ইতিহাস ব্যক্তির ভুমিকা সৃষ্টি করে পরবর্তীতে সেই ব্যক্তি ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে নিজেই পরিণত হন ইতিহাসে। ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলো শ্রদ্ধেয় নেতা চারু মজুমদারের বিপ্লবী ব্যক্তি ভুমিকা -আর এই ভুমিকা যথাযথভাবে পালন করে তিনি আজ পরিণত হয়েছেন এই উপমহাদেশের বিপ্লবী ইতিহাসে। চারু মজুমদার বলতে আজ বোঝায় বিপ্লবকে আর বিপ্লব বলতে বোঝায় চারু মজুমদারকে"। " '৬২ সালে ভারত চীনকে আক্রমণ করার পর জাতীয়তাবাদের ধারক তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতারা নেহেরুর বশংবদ গোলাম হিসেবে তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে সুর তুলেছিলো -'চীন ভারতকে আক্রমণ করেছে'। সেসময় কমরেড চারু মজুমদার ও তার অনুসারীরা ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম। সর্বহারার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকাকে সে সময় তিনি উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। অত্যন্ত

দৃঢ়তার সাথে সত্যের পক্ষ অবলম্বন করে -জোয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে '৬২ সালে কমরেড চারু মজুমদার ঘোষণা করেন **ভারত সরকার চীনকে আক্রমণ করেছে, তাই আমাদের উচিত এ যুদ্ধের বিরোধিতা করা**। ১৯৬৩-৬৪ সালেই তিনি ঘোষণা করেন "আমরা সেই পার্টির সদস্য যে পার্টিতে ছিলেন মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্তালিন এবং আজ যাতে আছেন চেয়ারম্যান মাও। আমরা সেই পার্টির সদস্য নই যাতে কাউৎস্কি ছিলো এবং আজ যাতে আছে বিশ্বাসঘাতক ক্রুশ্চেভ"। ১৯৬৩-৬৪ সালে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কাছে উদাত্ত কণ্ঠে তিনি আহ্বান জানান -"আমাদের সংশোধনবাদী অতীতকে ঘৃণা করতে শেখো, তবেই তোমরা ভালো বিপ্লবী হতে পারবে। অতীতে আমরা কোথায় ভুল করেছি তা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুনভাবে এগোবার দিন আজ এসেছে। পুরোনোকে না ভাঙ্গলে নতুনের যাত্রাপথ উন্মুক্ত করা যায় না"।

কমরেডগণ, ভারতবর্ষের বুকে সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামের সারসংকলন করে ১৯৬৫ সালে কমরেড চারু মজুমদার ঘোষণা করেন "কাদের সাথে আমরা এক্যবদ্ধ হবো- (১) যারা কমরেড মাওকে বিশ্ববিপ্লবের নেতা হিসেবে মানেন এবং তার চিন্তাধারাকে বর্তমান যুগের সর্বোচ্চ মার্কসবাদ লেনিনবাদ হিসেবে স্বীকার করেন। (২) যারা বিশ্বাস করেন ভারতবর্ষের সর্বত্রই বৈপ্লবিক অবস্থা বর্তমান। (৩) যারা বিশ্বাস করেন যে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের মাধ্যমেই ভারতীয় বিপ্লবকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। (৪) যারা বিশ্বাস করেন কেবলমাত্র গেরিলা সংগ্রামের মধ্যদিয়েই এ বিপ্লবের বিকাশ ও অগ্রগতি সম্ভব"। চেয়ারম্যান মাও এর চিন্তাধারার আলোকে কমরেড চারু মজুমদার পর্যবেক্ষণ করেন, বিশ্লেষণ করেন ও সংশোধনবাদবিরোধী ঐতিহাসিক আটটি দলিল রচনা করেন। আটটি দলিলই ভারতের বুকে মাও সেতুঙ চিন্তাধারার সফল প্রয়োগের সূচনা করে- চীন বিপ্লবের পথেই যে ভারতের বিপ্লব সম্ভব এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রতিষ্ঠিত করে এ সত্যকে যে পার্লামেন্টারি পথ নয়, সশস্ত্র বিপ্লবী পথই ভারতীয় জনতার মুক্তির একমাত্র পথ। সংশোধনবাদী বেঈমানরা আধাউপনিবেশিক আধাসামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষে বাহিনী গঠনের সমস্যাকে অস্বীকার করে মূলত পার্টি গঠনের সমস্যাকে আড়াল করে রেখেছিল। কমরেড চারু মজুমদার ভারতের নির্দিষ্ট অবস্থায় বাহিনী গঠনের সমস্যা সমাধানের মধ্যদিয়ে পার্টি গঠনের সমস্যা সমাধান করলেন। তিনি প্রণয়ন করলেন শ্রেণীশত্রু খতমের মাধ্যমে বাহিনী গঠনের লাইন। শ্রেণীশত্রু খতমের এই লাইন ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট অবস্থায় একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব অবদান। চীনের বিপ্লবী যুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধকে চেয়ারম্যান মাও যেভাবে রণনীতির পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, ভারতবর্ষে নির্দিষ্ট অবস্থায় কমরেড চারু মজুমদার শ্রেণীশত্রু খতমের লাইনকে সেভাবে গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। তাই ভারতবর্ষ তথা আমাদের দেশেও শ্রেণীশত্রু খতম আজ রণকৌশল নয়, রণনীতি। এই সত্য প্রতিক্রিয়াশীল সংশোধনবাদীরাও বোঝে আর বোঝে বলেই তারা তাদের সমস্ত আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করে শ্রেণীশত্রু খতমের এই মহান লাইনের উপর। কমরেড চারু মজুমদার বলেছেন **শ্রেণীশত্রু খতম শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ এবং গেরিলাযুদ্ধ ও জনযুদ্ধের সূচনা**। তিনি এই মহান লাইনকে সাধারণীকরণ করে বলদৃপ্ত ঘোষণা দিয়েছেন -"শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ খতমের লড়াই আমাদের সামনের সমস্ত সমস্যাকে সমাধান করতে পারে ও লড়াইকে উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে পারে, আমাদের জনগণের চেতনাকে উচ্চস্তরে তুলতে পারে, নতুন ধাঁচের মানুষের- মাও সেতুঙ যুগের মানুষের- কষ্ট অথবা মৃত্যুকে ভয় করেনা এমন মানুষের আবির্ভাবের উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে, গণফৌজ গড়ে তুলতে পারে এবং এভাবে স্থায়ী ঘাঁটি এলাকা গঠন সুনিশ্চিত করতে পারে"।

কমরেড ও বন্ধুগণ, ভারতবর্ষের বিপ্লবের কর্ণধার প্রবাদ পুরুষ কমরেড চারু মজুমদারকে হত্যা করেছে আমাদের দেশের ভণ্ড গণতান্ত্রিক পুজারীদের চৌদ্দপুরুষের স্বপ্নেরদেবী ফ্যাসিস্ট ইন্দিরা। গণতন্ত্রের আলখেল্লায় আপাদমস্তক আচ্ছাদিত অহিংসার তিলকধারী ইন্দিরার পুলিশ বাহিনী পার্টির মধ্যকার সংশোধনবাদীদের সহযোগিতায় ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই কমরেড চারু মজুমদারকে বন্দী করে। ১২ দিন পুলিশ হেফাজতে রেখে অসুস্থ ও শারীরিকভাবে দুর্বল এই মহান নেতার উপর ইন্দিরার পুলিশ চালায় অমানুষিক নির্যাতন। অবশেষে সংশোধনবাদী পাণ্ডা বেঈমান ব্রেজনেভের প্রত্যক্ষ নির্দেশানুসারে তারই রক্ষিতা ইন্দিরা ও তার কংগ্রেস সরকার ১৯৭২ সালে ২৮ জুলাই হত্যা করে ভারতীয় বিপ্লবের কর্ণধার কালজয়ী এই অগ্নিপুরুষকে।

আমাদের দেশে যে বদমায়েশরা ভারতকে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলে গোয়েবেলসীয় কায়দায় প্রচার চালায় ভারতে আইনের শাসন রয়েছে বলে চেঁচিয়ে গলা দিয়ে রক্ত তোলে; ২৮ জুলাই তাদের গালে এক বিরাট চপেটাঘাত নয় কি ? হ্যাঁ তাই। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশের চলমান সেনা-ইউনুসীয় মার্কিনী সংস্কার সংস্কার ভেলকিবাজি যে নতুন বোতলে পুরোনো মদ আসুন তার মুখোশ আমরা খুলে দেই। বিপ্লবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেই শুধু তা করা যায়। সীমাহীন নির্লজ্জতায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দালাল এইসকল বহুরূপী ফ্যাসিস্ট শাসকদের মুখের চামড়া আজ শক্ত হয়ে গেছে, তাই শুধু চপেটাঘাতে এরা আজ আর বিচলিত হয়না তাই দরকার এদের সিনা ববাবর বিপ্লবী মৃত্যুশেল হানা। তাই আসুন ২৮ জুলাই শোককে শক্তিতে পরিণত করি। শ্রদ্ধেয় নেতা ভারতবর্ষের বিপ্লবের অমর কর্তৃত্ব কমরেড চারু মজুমদারের শ্রেণীশত্রু খতমের লাইনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরি। জনতার জয় অপ্রতিরোধ্য।

মহান শিক্ষক কমরেড চারু মজুমদারের ৫৪তম শহীদ দিবস অমর হোক

২৪ এর বিদ্রোহ যে রক্তঋণ জমা করেছে শাসকশ্রেণীর রক্তে সেই ঋণ শোধ করুন

শ্রেণীশত্রু খতমকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন

নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে দ্রুততর করুন

পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে সমবেত হোন

তারিখ : ২৩-০৭-২৫ ইং

পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি

কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত